UG-Semester – IV (General)
Paper – SEC -2
Literature and History: Bengal

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর আনন্দমঠ উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের প্রভাব কতখানি পড়েছিল - ৮ আলোচনা কর।

আনন্দমঠ উপন্যাসটি ১২৮৭ সালে চৈত্র মাস থেকে ১২৮৯ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত বঙ্গদর্শন-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ ভারতের জনগণের মধ্যে দেশপ্রীতি ও বিপ্লববাদের প্রচার করাই ছিল উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। দেশভক্তির বীজ রোপন করাই ছিল উপন্যাসের মূল লক্ষ্য। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বিদ্যমান ছিল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশের কথা। সূচনাতেই ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র তুলে ধরেন। উপস্থাপন করেন বাংলার সমাজের অরাজকতা ছবি। বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাবের বর্ণনা দেন । দেখা যাক সেই সময় বাংলার ছবিটা কেমন ছিল –

> ... বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পর কে ভিক্ষা দেয়!- উপবাস করিতে আরম্ভ করিল।... গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল... তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।
>
> বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল।... কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না।... যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।

তিল তিল করে বাংলা যে শেষ হয়ে যাচ্ছে তা স্পষ্ট হয় এই উপন্যাসের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যখন বাংলার মানুষ শোষিত। অর্থনৈতিক অবস্থা যখন মুজ্জ্বমান, আবার অন্যদিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যখন দিশাহীন তখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটা পথ বাতলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর এই দিশা দেখানোর চেষ্টা করেন উপন্যাসের সন্তানদল। এরা ছিলেন সন্ন্যাসী ও মাতৃভক্ত। দেশের প্রতি নিষ্কাম ভালবাসাই ছিল জীবনের পুঁজি। আনন্দমঠের এই সন্ন্যাসীদল-এর অনুপ্রেরণা পেয়েছিল বাংলার গুপ্তসমিতি। আবার সন্তানদলের কার্যকলাপের সাদৃশ্য পাওয়া যায় বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতির মধ্যে। গুপ্ত সমিতির যুবকদের দেশের প্রতি প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা যুগিয়েছিল আনন্দমঠ। এই গ্রন্থটি হয়ে উঠেছিল দেশের প্রতি নিষ্কাম প্রেমের দীক্ষার অন্যতম গ্রন্থ।

এই উপন্যাসে ঔপনিবেশিক শাসনের দরুন বাংলার শাসন ও অর্থনীতির ভঙ্গুর চিত্র উঠে আসে। আবার দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ও বেহিসাবি রাজস্ব আদায়ের ফলে মন্বন্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র-এর আনন্দমঠ উপন্যাসের সন্তানদল (সন্ন্যাসী) উৎপীড়িত বাংলার দুর্দশা দূর করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প। এখানেই লেখক সন্তানদলের মুখ দিয়ে প্রচার করেন – জাগ্রত স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্র। এই উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন –

> সমাজ বিপ্লব অনেক সময় আত্মপিড়নমাত্র, বিদ্রোহীরা আত্মঘাতি। ইংরেজরা বাংলাদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সব কথা এই গ্রন্থে বুঝানো গেল ।

আবার এখানে ইংরেজদের অধীনে থেকে 'নিষ্কন্টক ধর্মাচরণ' বা 'জ্ঞানলাভ নয় পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই ছিল আনন্দমঠের সন্তানদলের ছিল মূল লক্ষ্য। এরাই দেশ বা মাতৃভক্তির প্রচারে উদ্যোগী হয়। এই নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তবে এই বিদ্রোহ ছিল – 'বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কারণ তখনকার মুসলমান শাসন দেশে শৃঙ্খলা স্থাপনে অকৃতকার্য্য। লেখক তাই- 'এখানে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এক বৃহত্তর বাংলার স্বপ্ন দেখিয়া, সে বাংলার দুই সন্তান – হিন্দু-মুসলমান-সমস্ত ধর্ম্ম ছাড়িয়া মাতৃভূমির পূজায় প্রাণমন উৎসর্গ করিবে' বলে উল্লেখ করেন সুনীলকুমার বসু। এই চিন্তাবোধ থেকেই গড়ে উঠেছিল বাংলার গোপন সমিতি। সন্ন্যাস দলের অনুকরণে বাংলার যুবকরা ভারতমাতার মুক্তির জন্য জীবনকে আত্মহুতি দিয়েছিল। বিপ্লববাদীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিলো এই উপন্যাসটি। এদের কাছে এটা ছিল বেদের সমতুল্য। অনেকে ইতালি বা জার্মানির আন্দোলনের পদ্ধতির প্রভাব পড়েছে বলে মনে করেন। তবে আনন্দমঠ-এর দেশপূজা পদ্ধিত পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুকরণ নয় – ভারতের সংস্কৃতিসম্মত নিষ্কাম স্বদেশপ্রেম। আত্মসংযম ইহার যোগ সন্ন্যাস ইহার পথ, বলে মনে করিয়ে দেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর এই স্বদেশপ্রেমের একমাত্র মন্ত্র ছিল বন্দেমাতারম। আর দিকে দিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মন্ত্রের মতো ধ্বণিত হতে থাকে 'বন্দেমাতারম' ধ্বণি। এই মন্ত্র মানুষকে উজ্জীবিত করে। এই গ্রন্থের মূল্যায়ন করে লর্ড রোনাল্ডসে তাঁর - 'The Heart of Aryavarta' গ্রন্থে বলেছেন – এই গ্রন্থের (আনন্দমঠ) দ্বারা বিপ্লবীরা দেশের প্রতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হত। আবার গুপ্তসমিতিতে আনার জন্য এই গ্রন্থটি উপহার দেওয়া হত, বলে উল্লেখ করেন। তাই রমেশচন্দ্র মজুমদার অকপটে মনে করিয়ে দেন - আর কোনো বাংলা বই বা অন্য কোনো ভাষায় লেখা কোনো বই বাঙালি যুবকদের এত গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেনি।